যুগান্তর

৩০/৭/২০০৭

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ছাত্রদলের ডাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিরাম ধর্মঘট শুরু

ক্লাস হয়নি ● পরীক্ষা বাতিল ● গেটে গেটে তালা ● ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রদলের ডাকা লাগাতার ধর্মঘটের প্রথমদিনে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ক্লাস, পরীক্ষাসহ কোন একাডেমিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়নি। সব গেট এবং ভবনের প্রধান দরজাগুলো ছিল তালাবদ্ধ। ধর্মঘটের সমর্থনে এবং প্রতিবাদে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ মিছিল সমাবেশ করে। তবে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এদিকে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টাকে ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি অবহিত করতে সিন্ডিকেট সদস্যসহ উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরী তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া স্থগিতকৃত হল তল্লাশি কর্মসূচি 'হল পরিদর্শন' নামে বাস্তবায়ন করা হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এর তারিখ নির্ধারণ করা হবে। গতকাল প্রশাসনিক ভবনে উপাচার্যের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেট-সিনেট সদস্য, শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, ডিন, প্রক্টর, হল প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দের এক যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভা থেকে কোন ছাত্র সংগঠনের সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া থাকলে তা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে উত্থাপনের জন্য আহ্বান ধর্মঘট : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

ধর্মঘট : শুরু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানানো হয়।

ধর্মঘট কর্মসূচি সফল করতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ভোর থেকে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেন। তারা কলা ভবন, বাণিজ্য ভবন, কার্জন হল, সায়েন্স এনেক্স ও লাইব্রেরি ভবনসহ ক্যাম্পাসের সব গেট বন্ধ করে দেন। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচল করতে পারেনি। লাইব্রেরির কর্মচারীরা সকাল ১১টায় গেট খুলতে গেলে ছাত্রদল কর্মীরা তাদের হাত কেটে দেয়ার হুমকি দেয়। এছাড়া প্রক্টর অফিসের কর্মচারীরা ক্যাম্পাসের গেটগুলো কয়েক দফা খুলতে চাইলে ছাত্রদল কর্মীদের বাধার মুখে তারা ব্যর্থ হয়।

ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল শেষে কলাভবনের মূল গেটে সমাবেশ করে। দুই প্লাটুন পুলিশ তাদের মিছিল ও সমাবেশ স্থল ঘিরে রাখে। সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লাল্টু, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, খালেক হাওলাদার, আজিজুল বারী হেলাল, রেহেনা আক্তার রানু, শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান, নয়ন, আসাদ, লেনিন, সামসুজ্জামান মেহেদী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা অবিলম্বে তাদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘট চলবে। ছাত্রদল এর আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন আলোচনায় বসবে না।'

ছাত্রদলের সমাবেশ চলাকালে 'সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে একদল ছাত্রছাত্রী ধর্মঘটের প্রতিবাদে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। 'আমরা ক্লাস করতে চাই, সময় মতো পরীক্ষা দিতে চাই' লেখা ব্যানার হাতে তারা মিছিলে অংশ নেয়। এদের অধিকাংশই ছাত্রলীগ কর্মী। একই সময়ে ধর্মঘটের প্রতিবাদে কয়েকটি খণ্ড মিছিল বের হয়। পরে ছাত্রলীগ ধর্মঘটের প্রতিবাদে মিছিল বের করে। ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে মিছিলটি ডাকসু ভবনের সামনে পৌছলে বৃষ্টি শুরু হয়। সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করে সমাবেশ শেষ করেন। এ সময় কাজী এবাদত হোসেন, সুজিত রায় নন্দী, সাহাবুদ্দীন ফরাজী, বলরাম পোদ্দার, আনিসুর রহমান, লিয়াকত সিকদার, আশরাফুল আজিম, রফিকুল ইসলাম, সাইফুদ্দিন নাসির, শাহীন বেগ, এ কে এম আজিমসহ কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অজয় কর খোকন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে অছাত্র বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছে, আবার হলে হলে থাকতে চাইছে। এ অন্যায় আবদার ছাত্র সমাজ যেকোন মূল্যে প্রতিহত করবে।

এদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গতকাল টিএসসি মিলনায়তনে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন শেষে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে মিছিল নিয়ে যাত্রা করলে শাহবাগ মোড়ে পুলিশ মিছিলটিকে বাধা দেয়। ক্যাম্পাসকে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব মুক্ত করা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, মৌলবাদীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, আওয়ামী লীগ প্রণীত শিক্ষানীতি বাতিল করা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের তেল গ্যাস লুণ্ঠন প্রতিরোধের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে গিয়ে পেশ করে। শাহবাগে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শরীফুজ্জামান শরীফ, ইমাম গাজ্জালী এবং খোকন দাস।

সমাবেশ থেকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ৬ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংহতি সমাবেশ, ৭ থেকে ১৮ আগস্ট সব জেলায় ছাত্র গণজমায়েত এবং ১৯ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা এবং সব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি